এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মোঃ ইসকান্দার আলী খান ও অডিট কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এনআরএম বোরহান উদ্দিন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে ব্যাংকের পরিচালক হুমায়ুন বখতিয়ার, এসিপিএ, এফসিএ ও মো: আবুল হোসেন, ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ইঞ্জিনিয়ার আবুল বাশার, মোহা: হাবিবুর রহমান ভূঁইয়া, এফসিএ, একেএম আব্দুল মালেক চৌধুরী, মো: মাহবুব-উল আলম, রফি আহমেদ বেগ, নুরুল ইসলাম খলিফাসহ প্রধান কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন নির্বাহীবৃন্দ, জোন প্রধান এবং ২৮৬টি শাখার ব্যবস্থাপকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মোহা: শামসুল হক।

ইঞ্জিনিয়ার মুস্তাফা আনোয়ার বলেন, ইসলামী ব্যাংক এদেশের ষোল কোটি মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে। এদেশের মানুষের ভালবাসার কারণেই এ ব্যাংক আজ দেশের শীর্ষ ব্যাংকের মর্যাদায় আসীন হয়েছে। তিনি বলেন, ইসলামী শরীয়াহ' পরিপালন আমাদের দায়বদ্ধতা। গ্রাহকের আস্থা আমাদের পুঁজি। মানুষের ভালবাসা আমাদের পথচলার প্রেরণা। বিশ্বব্যাংক, এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রতি অধিকতর আগ্রহী হয়ে উঠছে। ইসলামী ব্যাংকের কল্যাণমুখী কর্মকা- ও সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ যুক্তরাজ্যভিত্তিক ম্যাগাজিন 'দি ব্যাংকার' বিশ্বের শীর্ষ এক হাজার ব্যাংকের তালিকায় বাংলাদেশের একমাত্র ব্যাংক হিসেবে ইসলামী ব্যাংককে তালিকাভুক্ত করেছে। তালিকায় ইসলামী ব্যাংকের অবস্থান ৯৮৬তম। এছাড়া সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব একাউন্ট্যান্টস (সাফা) পুরস্কার, আইসিএমএবি'র শ্রেষ্ঠ ব্যাংকের পুরস্কার, বেস্ট ব্র্যান্ড পুরস্কার, সেরা ক্রীড়া পৃষ্ঠপোষক পুরস্কার, শ্রেষ্ঠ রেমিট্যান্স সেবা পুরস্কার, প্রথম স্কুল ব্যাংকিং পুরস্কারসহ দেশ-বিদেশের অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ ইসলামী ব্যাংকের সাফল্যের স্বীকৃতি বহন করে। এ সাফল্য অব্যাহত রাখতে তিনি ব্যবস্থাপকদের দক্ষতায় আন্তর্জাতিক মান অর্জন এবং মানুষের কল্যাণে দায়িত্ব পালনের জন্য আহ্বান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বলেন, ইসলামী ব্যাংক সকল মানুষের মধ্যে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছানোর মাধ্যমে দেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ইসলামী ব্যাংকিং-এর আর্থিক অন্তর্ভুক্তির মৌল ধারণা অনুসরণ করে বাংলাদেশ বিশ্বের একটি রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকের উদ্দেশ্য হলো আর্থিক ক্ষেত্রে বণ্টনমূলক সুবিচার নিশ্চিত করা এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানুষগুলোকে সবল করা। এ লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ইসলামী ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ দৃঢ়তার সাথে কঠোর পরিশ্রম করছেন। তিনি সকলকে গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন ও পেশাদারিত্বের সাথে ব্যাংকিং করার মাধ্যমে ব্যাংকের মূল লক্ষ্য অর্জনে কাজ করার আহ্বান জানান।

তারেক রহমানের শাশুড়ির বিরুদ্ধে মামলার অনুমোদন দুদকের

সম্পদ বিবরণী দাখিল না করায় বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের শাশুড়ি সৈয়দা ইকবাল মান্দ বানুর বিরুদ্ধে মামলার অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালিয়ে কমিশনের নিয়মিত বৈঠকে সোমবার এ অনুমোদন দেওয়া হয়। দুদক সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

দুদক সূত্র জানায়, ২০১২ সালের ২৫ জানুয়ারি ইকবাল মান্দ বানুর বরাবর সম্পদ বিবরণী দাখিলের নোটিশ জারি করে দুদক। ওই নোটিশ ইকবাল মান্দ বানুর পক্ষে তার বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক জাকির হোসেন গ্রহণ করেন। অভিযুক্ত ইকবাল মান্দ বানুর বরাবর সম্পদ বিবরণী দাখিলের নোটিশ জারি করা হলে তিনি ওই নোটিশের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট্রে রিট পিটিশন (রিট পিটিশন নং-৯৭৮/২০১২) দায়ের করেন এবং স্থগিতাদেশ প্রাপ্ত হন। পরবর্তী সময়ে কমিশনের পক্ষে আপিল বিভাগের চেম্বার জজ বরাবর সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল (আপিল নং-৯৯১/১৩) দায়ের করা হলে হাইকোর্ট বিভাগের স্থগিতাদেশ স্থগিত করা হয়।

আপিল বিভাগের সর্বশেষ ২০১৩ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখের আদেশে রিট পিটিশন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত হাইকোর্ট বিভাগের স্থগিতাদেশ স্থগিত করার বিষয়টি কমিশনের আইনজীবী খুরশিদ আলম খান পত্র মারফত দুদককে জানান। আপিল বিভাগের স্থগিতাদেশ রিট নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বহাল থাকায় বর্তমানে ওই রিট সংশ্লিষ্ট দুদকের কার্যক্রম পরিচালনায় আইনগত কোনো বাধা নেই মর্মেও ওই পত্রে উলেখ করেন তিনি।

সূত্র জানায়, ২০০৭ সালের ২৯ মে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে সম্পদ বিবরণী দাখিলের আদেশ জারি করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে তারেক রহমানের দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে ৪ কোটি ২৩ লাখ ৮ হাজার ৫৬১ দশমিক ৩৭ টাকার সম্পদের তথ্য গোপনসহ সর্বমোট ৪ কোটি ৮১ লাখ ৫৩ হাজার ৫৬১ দশমিক ৩৭ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়। পরবর্তী সময়ে ২০০৭ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর রাজধানীর কাফরুল থানায় তারেক রহমান, তার স্ত্রী ডা. জোবাইদা রহমান ও তার শাশুড়ি ইকবাল মান্দ বানুর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৬ (২) ও ২৭ (১) ধারাসহ জরুরি ক্ষমতা বিধিমালা ১৫ (ঘ) ধারায় মামলা (মামলা নং-৫২) দায়ের করে দুদক।

সূত্র আরও জানায়, ওই ৪ কোটি ৮১ লাখ ৫৩ হাজার ৫৬১ দশমিক ৩৭ টাকার জ্ঞাত আয়ের উৎসবহির্ভূত সম্পদের মধ্যে জোবাইদা রহমানের নামে ৩৫ লাখ টাকার এফডিআর পাওয়া যায়। তারেক রহমানের দাবি অনুসারে ওই এফডিআরের অর্থ তার শাশুড়ি ইকবাল মান্দ বানু তার মেয়ে জুবাইদা রহমানকে দান করেছেন। দুদকের তদন্তে ওই দাবির সত্যতা পাওয়া যায়নি। বরং জুবাইদা রহমান ও ইকবাল মান্দ বানু এর মাধ্যমে তারেক রহমানের অবৈধ আয়কে বৈধ করার অপচেষ্টায় সহায়তা করেছে মর্মে প্রমাণিত হয়। পরবর্তী সময়ে ২০০৮ সালের ৩১ মার্চ আদালতে মামলাটির চার্জশিট (চার্জশিট নং-৭৮) দাখিল করা হয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক দুদক কর্মকর্তা জানান, তারেক রহমানের মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থেই ইকবাল মান্দ বানুর বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমোদন দিয়েছে কমিশন। মামলাটির তদন্ত পর্যায়ে তারেক রহমানের শাশুড়ির বৈধ/অবৈধ সম্পদের হিসাব পাওয়া যাবে। এতে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দুদকের দায়েরকৃত জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলার তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।

জামিন পেলেন মহিউদ্দিন

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) একটি মামলায় আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন পেয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে চট্টগ্রামের বিভাগীয় স্পেশাল জজ আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করেন আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা মহিউদ্দিন চৌধুরী।

শুনানি শেষে বিচারক এস এম আতাউর রহমান ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অন্তবর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করেন।

এর আগে সোমবার একই আদালত অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুদক দায়ের করা মামলায় মহিউদ্দিন চৌধুরীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আদেশ দিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত, ২০০৭ সালের ২ ডিসেম্বর দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চট্টগ্রামের উপপরিচালক আবু মোহাম্মদ আরিফ সিদ্দিকী ২৮ লাখ ২৯ হাজার ২৬৪ টাকার সম্পদের তথ্য গোপন এবং ১ লাখ ২৩ হাজার ৪৯১ টাকার জ্ঞাত-আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলা করেন।

তদন্ত শেষে ২০০৮ সালের ২০ নভেম্বর দুদকের উপপরিচালক মোজাম্মেল হোসেন খান তার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

২০০৯ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি মহিউদ্দিন চৌধুরীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়। পরে মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ চলা অবস্থায় মহিউদ্দিন চৌধুরীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মামলার কার্যক্রমের ওপর স্থগিতাদেশ দেন উচ্চ আদালত। গত বছর ২৭ নভেম্বর স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে নেন আদালত। জামিনে থাকা মহিউদ্দিন চৌধুরীর সোমবার নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণের কথা থাকলেও কিন্তু তিনি হাজির না হওয়ায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আদেশ দেয়া হয়।

ভোলায় উন্নয়ন কাজ পরিদর্শনে কুয়েতের সাবেক মন্ত্রী

জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় কুয়েতি অর্থায়নে পরিচালিত উন্নয়ন কাজ পরিদর্শনে তিন দিনের সফরে এসেছেন কুয়েতের সাবেক ধর্মমন্ত্রী শেখ খালেদ মুহাম্মদ আল সুবাই। তার সঙ্গে রয়েছেন সাত সদস্যের কুয়েতি পরিদর্শক দল।

সোমবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে ঢাকা থেকে হেলিকপ্টারযোগে বোরহানউদ্দিন পৌঁছেন কুয়েতি প্রতিনিধিদল।

প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন- কুয়েতি ধনকুবের শেখ মো. সাউদ আল মুসালাম, শেখ ফাহাদ আউদ মোহাম্মদ, শেখ আব্দুল আজিজ আল বারাক, শেখ খলিল ইব্রাহিম প্রমুখ।

সফরকালে তাদের অর্থায়নে পরিচালিত বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করবেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়। সফরকারী কুয়েতি নাগরিকদের নিরাপত্তা জোরদারে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

কুয়েতি মেহমানরা সেখানে পৌঁছলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ হাজার হাজার জনতা জমায়েত হয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানান।

কুয়েতি ধনকুবেরদের অর্থায়নে পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের মূল কেন্দ্রবিন্দু বোরহানউদ্দিনে স্থাপিত মাদরাসাতুল কুয়েত। সেখানেই অবতরণ করেন ওই প্রতিনিধিরা।

এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মো. জাকির হোসেন জানান, সমগ্র ভোলা জেলায় কুয়েতি ওই নাগরিকদের বিভিন্ন সেবামূলক কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে ৯৫টি সুদৃশ্য মসজিদ, আবাসিক ও অনাবাসিক মিলিয়ে ২৭টি মাদ্রাসা কাম এতিমখানা এবং ১টি ৫০ শয্যার হাসপাতাল রয়েছে।

মাদ্রাসা-এতিমখানায় প্রায় চার হাজার ছাত্র বিনামূল্যে পড়াশুনা করছে। এছাড়াও গত ২ বছরে ভোলার প্রত্যন্ত এলাকায় সাতশ' গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। এসব কিছুর ব্যয়ভার বহন করছেন কুয়েতের ওই সম্মানিত মেহমানরা।

তিন দিনের সফরে ওই প্রতিনিধি দল সরজমিনে তাদের দেয়া অর্থ যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা দেখবেন। একই সঙ্গে মসজিদ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা পরিদর্শন করবেন।

মাদরাসাতুল কুয়েত এর সহ-সভাপতি শাহাজাদা কবির ও সম্পাদক মাহাবুব আলম জানান, ভোলার বাইরেও বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় মাদরাসাতুল কুয়েত-এর অর্থায়নে বিভিন্ন সেবামূলক উন্নয়ন কাজ পরিচালিত হচ্ছে।

এদিকে, সাবেক কুয়েতি মন্ত্রী ও প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানাতে বিভিন্ন স্থানে সুদৃশ্য তোরণ লক্ষ্য করা গেছে। মেহমানদের দেখতে ভোলা সদরসহ সাত উপজেলা থেকে আসা জনতার ঢলও ছিলো চোখে পড়ার মতো।

৩৭ বছরে সরকারের ব্যাংক ঋণ ৫২ হাজার কোটি টাকা, মহাজোটের ৫ বছরে ৬০ হাজার কোটি

স্বাধীনতার পর ৩৭ বছরে সরকারগুলো ব্যাংকিং খাত থেকে যা ঋণ নিয়েছে গত ৫ বছরে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ঋণ নিয়েছে তার চেয়েও বেশি। আগের ৩৭ বছরে সরকারগুলো ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে ৫২ হাজার ৮২৪ দশমিক শূন্য ৫ কোটি টাকা। অন্যদিকে গত ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকারের মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ১৩ হাজার ৭৬৬ দশমিক ১৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ এই ৫ বছরে মহাজোট সরকার একাই ঋণ নিয়েছে ৬০ হাজার ৯৪২ দশমিক ১২ কোটি টাকা।সরকারের এ ঋণ ব্যাংকিং খাতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে মন্তব্য করেছেন অর্থনীতি বিশেষকরা। তারা বলেছেন, এভাবে চললে ভবিষ্যতে ব্যাংকিং খাতে খুবই অসুবিধা হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, স্বাধীনতার পর থেকে অষ্টম সংসদের নির্বাচিত সরকার পর্যন্ত, তত্ত্বাবধায়ক এবং সামরিক সরকার সব মিলিয়ে ব্যাংক ব্যবস্থা যত ঋণ নিয়েছে, নবম সংসদের সরকার একাই তার চেয়ে অনেক বেশি ঋণ নিয়েছে।

জানা গেছে, স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাড়ে ৩ বছর, খন্দকার মোশতাকের ৩ মাস, জিয়াউর রহমানের সাড়ে ৫ বছর, বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের পৌনে ১ বছর, এরশাদের ৯ বছর, শেখ হাসিনার ইতোপূর্ব্রে ৫ বছর, খালেদা জিয়ার ১০ বছর, ফখরুদ্দিন আহমেদের ২ বছর (২০০৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত) এবং মাঝের তত্ত্বাবধায়ক সরকারগুলোর সময়সহ সব মিলিয়ে ৩৭ বছরে ব্যাংক ঋণের স্থিতি ছিলো ৫২ হাজার ৮২৪ দশমিক শূন্য ৫ কোটি টাকা। ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ২০১৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত গত ৫ বছরে...২৪ পাতায়

KUSHIARA
Money Transfer | Travels | Bureau De Change | Cheque Cashier
Shahjalal Islami Bank Ltd
Islami Bank Bangladesh Limited
- Worldwide money transfer
- Bureau de change
- Cheque cashier
- Next day collection
- Fast and instant service
- Excellent currency rate
- Bank draft

আমাদের সার্ভিসের মধ্যে রয়েছে :
বিশ্বব্যাপী মানি ট্রান্সফার,
ব্যুরো ডি চেঞ্জ, চেক ক্যাশার,
পরবর্তী দিনে অর্থ কালেকশন,
ফাষ্ট এবং ইন্সট্যান্ট সার্ভিস,
চমৎকার কারেন্সি রেইট
ও ব্যাংক ড্রাফট সুবিধা।
আমাদের মাধ্যমে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকে একাউন্ট খোলা যায়।

Kushiara Financial Services
Barclays Bank, Sort Code 20 21 78, Account No 20651079
We accept all major credit & debit cards
All Transaction are done according to money laundering act
Registered with FSA

Kushiara Travels
- Cheap air tickets
- Hajj & Umrah service
- Holiday package
- Passport, no visa or renewal

কুশিয়ারা ট্রেভেলসে রয়েছে:
কম মূল্যে টিকেট,
হজ্ব ও ওমরাহ সার্ভিস,
হলিডে প্যাকেজ,
পাসপোর্টে, নো ভিসা ও রিনিউ।

Tel: 020 7790 1234 / 020 7790 9888 / 020 7702 7460
313-317 Commercial Road London E1 2PS

IATA Emirates Biman BANGLADESH AIRLINES GULF AIR JET AIRWAYS